যায়যায়দিন

তারিখ AUG. 10 2006
পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৫

ইটনার হাওর অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা

ক্লাস চলে ভাড়া শিক্ষক দি

সাইফ উদ্দীন আহমেদ লেনিন ইটনা থেকে ফিরে

৭ আগস্ট সোমবার, দুপুর সাড়ে ১২টা। কিশোরগঞ্জের হাওর উপজেলা ইটনার জয়সিদ্ধি ইউনিয়নের ভয়রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একটিমাত্র ক্লাস রুম খোলা। বাকি সব বন্ধ। কাছে গিয়ে দেখা গেল ১০/১২ জন ছাত্রছাত্রী বসে আছে। লুঙ্গি পরা এক যুবক তাদের ক্লাস নিচ্ছেন।

স্কুলের এ অবস্থা কেন? অন্য শিক্ষক বা আর ছাত্রছাত্রীরা কোথায়? কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই যুবক জানালেন, তিনি এ স্কুলের শিক্ষক নন। শিক্ষকরা আসেননি। যুবকের নাম মদনমোহন বৈষ্ণব। দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন। এখন বেকার বসে আছে শুনে স্কুলের শিক্ষকরা তাকে দিয়ে স্কুল চালাচ্ছেন। আর এর বিনিময়ে তাকে দেয়া হয় মাসিক এক হাজার টাকা।

প্রধান শিক্ষক রুহুল আমীনসহ তিনজন শিক্ষক রয়েছেন এ স্কুলে। অন্য দুই সহকারী শিক্ষক হলেন রইছ উদ্দিন ও মোশারফ হোসেন আনিছ। ১ আগস্ট থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত ওই যুবক একাই স্কুল চালাচ্ছেন। শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে না আসায় ছাত্রছাত্রীও অনিয়মিত। ইটনা উপজেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হলেন এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক রইছ উদ্দিন। এ ব্যাপারে মোবাইলে তার সঙ্গে কথা বললে তিনি বলেন, বাড়িতে কাজ থাকায় স্কুলে আসতে পারেননি। সোমবার না হয় কাজ ছিল, বাকি ছয়দিন কেন আসেননি? এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি না করার জন্য তিনি অনুরোধ করেন।

স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র রাধাকান্ত দাস জানায়, তিনজন শিক্ষককে একসঙ্গে স্কুলে কোনো দিন দেখেনি তারা। একই ক্লাসের ছাত্র জয়হরি চন্দ্র বৈষ্ণব জানায়, একেকজন শিক্ষক একেকদিন স্কুলে আসেন। মাঝে মধ্যে আবার কেউ আসেন না। একই কথা জানায় জয়ন্তী রানী বৈষ্ণব, ক্লিনটন চন্দ্র বৈষ্ণবসহ অন্য ছাত্রছাত্রীরা। ভয়রা পশ্চিম হাটি গ্রামের ব্যবসায়ী কামাল হোসেন জানান, লতিবপুর, ভয়রা পশ্চিমহাটি, ভয়রা বীরকূল পশ্চিম হাটি ও বীরকূল পূর্বহাটি এ পাঁ ছেলেমেরা এ স্কুলে লেখাপড়া করে। তিনি শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে এলে ছাত্রছাত্রীর ভালো থাকে।

স্কুলে যাওয়ার খবর পেয়ে ৭ আগস্ট রাতে এ প্র সঙ্গে দেখা করেন প্রধান শিক্ষক রুহুল আমীন জানান, নতুন বিয়ে করার কারণে ১ আগস্ট আগস্ট তিনি ছুটিতে ছিলেন। ৭ আগস্ট কেন জিজ্ঞাসা করলে বলেন, ভুল হয়ে গেছে। অন্য কেন আসেননি সে ব্যাপারে তিনি কিছু পারেননি। আর ভাড়া করা যুবকের বিষয়ে চাইলে তিনি বলেন, হাওরে এমন ঘটনা অনেব হয়।

ইটনা কলেজের প্রিন্সিপাল চৌধুরী কামরুল প্রসঙ্গে বলেন, হাওর অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার খারাপ। এ কারণে হাই স্কুল ও কলেজে ভালে ছাত্রছাত্রী পাওয়া যায় না। পুরো হাওরের একই রকম বলে তিনি মন্তব্য করেন।